ভোরের কাগজ

তারিখ MAY 16 1999
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

ঢা.বির জহুরুল হক হলের দখল নিয়ে গুরু-শিষ্য লড়াই

পিনাকী রায় : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হলকে নিয়ে চলছে দখলের প্রতিযোগিতা। আর এ প্রতিযোগিতা চলছে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে। সরকারি দল সমর্থিত ছাত্রলীগের ক্যাডার- শামীম আহমেদের সঙ্গে দখলের প্রতিযোগিতায় নেমেছে তারই একসময়কার শিষ্য বলে পরিচিত মঈনউদ্দিন আহমেদ বাবু। ছাত্রলীগের জহুরুল হক হলের সভাপতি বাবুকে গত বৃহস্পতিবার সংগঠন থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলেও হলটি এখনও তার দখলেই রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাডার রাজনীতিতে 'পিচ্চি শামীম' নামে বহুল পরিচিত শামীম আহমেদের সমসাময়িক কেউ এখন আর ক্যাম্পাসে সরাসরি সক্রিয় নেই। ফলে ক্যাম্পাস ক্যাডারদের মধ্যে বর্তমানে সেই সবচেয়ে প্রবীণ। সুদীর্ঘ ১১ বছরের ক্যাডার জীবনে শামীম হত্যাসহ একাধিক মামলার আসামী হয়েছে। অন্যদিকে বাবুর ক্যাডার জীবনে বলার মতো তেমন কোনো ইতিহাসই নেই।

শামীম

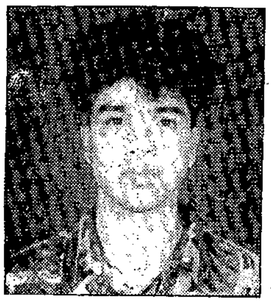

বাবু

এক দশক ধরে ছাত্র

শিবচরের তালমা হাইস্কুল থেকে ৮৬ সালে প্রথম বিভাগে এসএসসি পাস করে ঢাকা কলেজে ভর্তি হয় শামীম। ছাত্রলীগের রাজনীতিতে তার হাতেখড়ি ঢাকা কলেজে। এইচএসসিতেও প্রথম বিভাগে পাস করে ৮৮ সালে সে ভর্তি হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে। দীর্ঘ এক দশক পরেও এখন সে তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী তিন বছরের সম্মান কোর্স শেষ করতে সর্বোচ্চ ৫ বছর সময় নেওয়া যায়। কিন্তু এক দশক ধরে সম্মান কোর্সে থাকতে তার কোনো অসুবিধা হয়নি। এ সময়ে একাধিকবার তার ছাত্রত্ব চলে গেলেও কর্তৃপক্ষ 'বিশেষ বিবেচনায়' তার ছাত্রত্ব ফিরিয়ে দিয়েছেন।

১৯৯৬ সালে তার ছাত্রত্ব চলে গেলে পুনঃভর্তির চেষ্টা চালিয়ে বাংলা বিভাগের আপত্তির কারণে সে ব্যর্থ হয়। অবশ্য ৯৭ সালে তার চেষ্টা সফল হয়। বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির সুপারিশে সে দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তির সুযোগ পায়। তবে বর্ষ ফাইনাল পরীক্ষায় সে যথারীতি অকৃতকার্য হয়। এরপরও বিশ্ববিদ্যালয়ের তীনস কমিটি বাংলা বিভাগের অনুমতি না নিয়ে তাকে পুনঃভর্তির অনুমতি দেয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৮ সালে এসে সে অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা দেয়। অবশ্য গত ৬ মে জহুরুল হক হলে গোলাগুলির ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করেছে। তার সাবেক শিষ্য বাবুকেও একইসঙ্গে বহিষ্কার করা হয়।

গাইড লিখে কাটা রাইফেল কেনা

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর জহুরুল হক হলের টিনশেডের ১১ নম্বর কক্ষ ছিল তার প্রথম থাকার স্থান। এ সময় ঢাকা কলেজের ভর্তি গাইড লিখে উপার্জিত টাকা দিয়ে সে একটি কাটা রাইফেল কিনে। এটা দিয়েই যাত্রা শুরু। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রথম দিকে ক্যাম্পাসের বড়ো

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

ঢা.বির জহুরুল হক হলের দখল নিয়ে গুরু-শিষ্য লড়াই

● প্রথম পাতার পর

বড়ো সন্ত্রাসীদের ভিড়ে শামীম খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি। তবে রাইফেল চালানোর ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতার কারণে তার প্রতি সিনিয়র ক্যাডারদের সুনজর ছিল।

ক্যাডার রাজনীতির নিয়মানুযায়ী একাধিকবার একাধিকজনের সঙ্গ ত্যাগ করে শেষ পর্যন্ত সে যুবলীগ নেতা লিয়াকত হোসেনের অধীনে কাজ করতে থাকে। তখন ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রনে ছিল মাত্র দুটো হল, জগন্নাথ ও এসএম। এরশাদ সরকার পতনের পর ছাত্রদলের ক্যাডার অভি তার গ্রুপ নিয়ে যোগ দেয় ছাত্রলীগে। অভি গ্রুপ থাকতো জগন্নাথ হলে। অভি গ্রুপের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় তারা এসএম হলের গেস্ট রুমে শামীমের পায়ের রগ কেটে দেয়।

পঙ্গু হাসপাতালে দীর্ঘদিন চিকিৎসা এবং এরপর জেল থেকে বেরিয়ে আবার ক্যাম্পাসে তার প্রত্যাবর্তন ৯৪ সালে। ছাত্রলীগের অপর এক ক্যাডার ও এসএম হল ছাত্রলীগ সভাপতি মোয়াজ্জেমের সঙ্গে সমঝোতা করে তখন সে এসএম হলে উঠে এবং ক্রমান্বয়ে হল নিয়ন্ত্রক মোয়াজ্জেমকে তাড়িয়ে নিজেই এসএম হলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়।

এ সময় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের গোপালগঞ্জ গ্রুপের আধিপত্য ছিল। পরে জগন্নাথ হলের ছাত্রলীগ কর্মীরা শামীম আহমেদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলে তাদের সহায়তায় সে জগন্নাথ হল থেকে গোপালগঞ্জ গ্রুপকে বন্দুকযুদ্ধে পরাজিত করে তাড়িয়ে দেয়। দুটি হল আসে তার নিয়ন্ত্রণে। ৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে একদিন ভোরে জহুরুল হক থেকে মন্টু গ্রুপকে তাড়িয়ে দেয় শামীমের কর্মীরা। এরপর এফ রহমান, মহসীন। এক এক করে বাড়তে থাকে তার সাম্রাজ্য। এরপর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে ক্যাম্পাসে শুরু হয় তার একচ্ছত্র আধিপত্য।

ক্ষমতা আর বিত্তবৈভব

হাতে আসে পেজার, মোবাইল টেলিফোন আর য়-৪০০ নাম্বারের প্রাইভেট কারটি। টেন্ডারে চাঁদাবাজি, অন্যের পাওনা অর্থ মাস্তানির মাধ্যমে আদায় করে দিয়ে প্রচুর টাকার মালিক হয় সে। রাজধানীর অভিজাত এলাকা মহাখালীর ডিওএইচএস-এ বাসা ভাড়া নিয়ে থাকে সে।

ইতিমধ্যে লিয়াকত হোসেনের সঙ্গে মাদারীপুরের স্থানীয় নির্বাচন নিয়ে মতবিরোধ হওয়ায় লিয়াকত ৯৭ সালের আগস্ট মাসে তাকে গ্রুপ পরিচালনার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়। শামীমের অধীনস্থ রতন-তমী পায় গ্রুপের দায়িত্ব। তার গাড়ি, মোবাইল কেড়ে রেখে দেয় তারা। তার এ দুঃসময়ে যে অল্প কয়েকজন কর্মী তার সঙ্গে ছিল বাবু তাদের একজন। এর আগেও বাবু ছিল তার বিশ্বস্ত সহচর। তাকে ছাড়া বাবুর তেমন কোনো পরিচিতি ছিল না।

৩ মাস পর ৯৭ সালের নভেম্বরের এক সন্ধ্যায় শামীম ২টি প্রাইভেট কারে নিজস্ব বাহিনী নিয়ে এসে জহুরুল হক হল দখল করে নেয়। অন্য হলগুলোর কর্মীরা তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। কিন্তু হল দখল করার কিছুক্ষণ পরে পুলিশ তাকে

গুরু-শিষ্যের লড়াই

গত ১১ এপ্রিল বাবু শামীম বাহিনীকে হটিয়ে জহুরুল হক হল দখল করে নেয়। গত ৫ মে বাবু ও তার সঙ্গীরা পলাশীর মোড়ে শামীমকে অপমান করে। প্রতিশোধ নিতে শামীম মিরপুর ও ঝিকাতলার মাস্তানদের নিয়ে জহুরুল হক হলে হামলা চালায়। গুলিবিদ্ধ হয় ২ জন ছাত্র ও একজন বৃদ্ধ মহিলা। বর্তমানে বাবু তার বাহিনী নিয়ে জহুরুল হক হলে অবস্থান করছে। শামীম গ্রুপের হামলার আশংকায় হলে সে বসিয়েছে সতর্ক প্রহরা। ইতিমধ্যেই হলের পাচিলের ভাঙা পথগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে।

লিয়াকত শামীমের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করলেও দলের অন্যান্য উর্ধতন নেতৃত্বের সমর্থন সে হারায় নি। তবে দলীয় সমর্থন না পেলেও তার সমস্যা নেই। বর্তমান অপরাধ জগতের সবচেয়ে প্রভাবশালী গ্রুপ বলে কথিত নসু-ফিরোজের সমর্থনপুষ্ট শামীমের শক্তিমত্তা কমেনি মোটেই।

একদা শামীমের বিশ্বস্ত সহচর বাবুর বাড়িও মাদারীপুরের শিবচরে। ১৯৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষে সমাজ কল্যাণে ভর্তি হয়ে বর্তমানে সে মাস্টার্সের ছাত্র। শামীম বিরোধী গ্রুপের সমর্থনে টিকে আছে সে। পাচ্ছে আওরঙ্গ-লিয়াকতদের সমর্থন।

তাদের কথা

এ ব্যাপারে বাবুর সঙ্গে আলাপ করলে সে জানায়, 'প্রথম থেকে আমি শামীম আহমেদের সঙ্গে ছিলাম। কারণ সে অছাত্র নিয়ে রাজনীতি করতো না। কিন্তু টোকাই মিজান, তপন এসব অছাত্র বহিরাগতদের প্রশ্রয় দেওয়াতেই তার সঙ্গে আমার বিরোধ শুরু হয়।' তার শক্তির উৎস জানতে চাইলে বাবু জানায়, 'সারা জীবন ছিলাম শামীমের সঙ্গে। তাই কোনো বড়ো ভাই ধরতে পারিনি আমি। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে হলে আছি।' শামীমের সঙ্গে সমঝোতার সম্ভাবনা আছে কিনা জানতে চাইলে বাবু দৃঢ় কণ্ঠে জানায়, 'না'।

শামীম আহমেদের সঙ্গে আলাপ করলে তিনি বলেন, 'আমি বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনার আদর্শে রাজনীতি করি। এ আদর্শে কারো আশ্রয়ের দরকার হয় না।' তিনি বলেন, 'আমি ক্যাম্পাসে এমন কোনো অবস্থার সৃষ্টি করিনি যাতে শান্তি নষ্ট হয়। বিএনপি আমলে অনেক অফার পেয়েছি, কিন্তু গ্রহণ না করে জীবনবাজি রেখে ছাত্রলীগ করেছি।' বাবুর ব্যাপারে তিনি বলেন, 'তার ব্যাপারে সংগঠন ব্যবস্থা নেবে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকনের সঙ্গে আমার এ ব্যাপারে কথা হয়েছে।'

শামীমের এ বক্তব্য অস্বীকার করেছেন ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক খোকন। তিনি বলেন, কেউ সংগঠনবিরোধী কাজ করলে তাকে শাস্তি পেতে হবে। শামীম আহমেদের সঙ্গে ছাত্রলীগের কোনো সম্পর্ক নেই বলে তিনি জানান এবং বলেন; এ ব্যাপারে তার সঙ্গে কোনো কথাও হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শামীম আহমেদের ছাত্রত্ব ১১ বছর কিভাবে থাকে জানতে চাইলে ঢা.বির উপাচার্য এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, একবার জেল থেকে বের হয়ে আসার পর এস এম হলের প্রভোষ্ট এবং বিভাগীয় একাডেমিক কমিটি সুপারিশ করেছিল, সে ভালো হয়ে গেছে এবং এখন আর কোনো সন্ত্রাস করে না। সুতরাং তাকে সুযোগ দেওয়া হোক। এ সুপারিশের কারণে তীনস কমিটি তাকে ভর্তির অনুমতি দেয়। পরে একবার তার শিক্ষাবিরতি হলে তাকে পুনরায় শোধরানোর সুযোগ দেওয়া